



121759 - ডিসিকাউন্ট কার্ডের হুকুম

প্রশ্ন

কুয়তে ইউনভার্সিটির ছাত্রদের মাঝে কিছু ডিসিকাউন্ট কার্ড বিলি করা হয়। ডিসিকাউন্টের পরিমাণ ৫% থেকে ২৫% পর্যন্ত। অনেকে জায়গা থেকে এই ডিসিকাউন্ট পাওয়া যায়; যমেন অনেকে রেস্টুরেন্ট, পোশাকের দোকান, বুকস্টোর ইত্যাদি। কিন্তু লক্ষণীয় হলো: এই ডিসিকাউন্ট পতে হলো ৫ দিনের দ্যি়ে একটি কার্ড ক্রয় করতে হয়। কডে কডে বলেনে: এই মূল্যটি বজিঞাপন বা কার্ড বিলিকারী কোম্পানির খরচ হিসেবে তারা নেয়। এই কার্ড ক্রয় করা ও এটি ব্যবহার করা কি জায়যে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এ্যাডভারটাইজিং ও মার্কেটিং কোম্পানিগুলো কথিবা ট্রাভলস এ্যাণ্ড টুরস কোম্পানিগুলো কথিবা কিছু ট্রেড সেন্টার য়ে ডিসিকাউন্ট কার্ড ইস্যু করে থাকে এবং কার্ডধারীকে বিভিন্ন পণ্য ও সার্ভিসে উপর কিছু কোম্পানিও প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট অংকরে মূল্যছাড় দিয়ে থাকে; এই কার্ডগুলো দুই ধরনের:

এক. য়ে কার্ডগুলো আর্থিক মূল্যরে বনিমিয়ে বাৎসরিক গ্রাহক হওয়ার মাধ্যমে পাওয়া যায়।

দুই. ফ্রি কার্ড। এগুলো সংশ্লিষ্ট সেন্টার বা প্রতিষ্ঠান তাদের সাথে লেনদেনে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ক্রতোরেকে উপহার হিসেবে দিয়ে থাকে। কখনও কখনও ক্রতোর কোনোকাটা নির্দিষ্ট একটা সীমাতে পৌঁছলে তাকে কার্ডটি দ্যো হয়।

যে কার্ডগুলো অর্থরে বনিমিয়ে পাওয়া যায় সেগুলো হারাম। য়েহেতু এর মধ্যে নমিনোক্ত শরয়ি লঙ্ঘন য়য়ে:

১। অস্পষ্টতা ও ধোঁকা। কেনো ক্রতো ডিসিকাউন্ট পাওয়ার জন্য কার্ডরে মূল্য হিসেবে নির্দিষ্ট অংকরে অর্থ প্রদান করেনে। কিন্তু এই ডিসিকাউন্টরে স্বরূপ ও পরিমাণ অজ্ঞাত। হতে পারে সেই ব্যক্তি এই কার্ডটি ব্যবহারই করবে না। হতে পারে কার্ডটি ব্যবহার করে সে য়ে পরিমাণ পরিশোধ করছেলি তার চয়ে কম পাবে কথিবা বেশি পাবে। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধোঁকানিভর ক্রয়বক্রয় থেকে নিষেধে করছেন। [সহি মুসলিম (১৫১৩)]

ধোঁকানিভর ক্রয়বক্রয় হলো য়াতে অজ্ঞাতা য়য়ে।

২। এই লেনদেনেটি ঝুঁকির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং লাভ ও লোকসানরে মধ্যে ঘূর্ণয়মান। কর্তো কার্ডটি পাওয়ার জন্য যে মূল্য পরিশোধ করে এর মাধ্যমে সে ঝুঁকি নিয়ে। হয়তো সে লাভবান হবে; যদি সে যেত পরিশোধ করেছে এর চেয়ে বেশি ডিসকাউন্ট পায়। নয়তো সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে; যদি সে যেত পরিশোধ করেছে এর চেয়ে কম ডিসকাউন্ট পায়। এটাই হলো শরিয়তে নিষিদ্ধ জুয়ার স্বরূপ। আল্লাহ তাআলা বলেন: “হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, মূর্তগিলো ও ভাগ্য নির্ণয়ের পাত্রগুলো— নোংরা, শয়তানী কর্ম ছাড়া আর কিছু নয়। অতএব এসব থেকে দূরে থাক; যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।” [সূরা মায়াদা, আয়াত: ৯০]

৩। এই কার্ডগুলোর মাধ্যমে মানুষকে ধোঁকা দেয়া হয় এবং তাদের সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া হয়। প্রতিশ্রুত এসব ডিসকাউন্টের অধিকাংশ কাল্পনিক ও অবাস্তব।

এসব দোকানগুলোর অনেকে মালিক নিজস্বই দাম বাড়ায়। এরপর কার্ডধারীদেরকে দেখায় যে, তারা মূল্য ছাড় দিয়েছে। প্রকৃত অবস্থা হলো তারা ততটুকু মূল্য কমায় যতটুকু তারা অন্য দোকানগুলো থেকে বাড়িয়েছিল।

৪। এই কার্ডগুলো অনেকে সময় ঝগড়া বিবাদরে কারণে পরণিত হয়। কারণ যে প্রতিষ্ঠান এই কার্ডটি ইস্যু করেছে সে প্রতিষ্ঠান সকল ট্রেড সেন্টার, কোম্পানি ও ইন্সটাবলশিমেন্টকে চুক্তিকৃত পার্সনেটজি মূল্যছাড় দিতে বাধ্য করতে পারে না। যার ফলে বিষয়টি ঝগড়াঝাটির দিকে গড়ায়।

যা কিছু মতভেদে ও ঝগড়াঝাটির কারণ তা রোধ করা আবশ্যকীয়। যমেনটি আল্লাহ তাআলা বলছেন: “বস্তুত মদ ও জুয়ার মাধ্যমে শয়তান চায় তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও বদ্বিষে সৃষ্টি করতে এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে বরিত রাখতে। অতএব তোমরা কি (এসব) ছাড়বে?” [সূরা মায়াদা, ৫:৯১]

৫। এ ধরনের ডিসকাউন্ট কার্ডে অন্য ব্যবসায়ীদের ক্ষতি করা হয়; যারা এই ডিসকাউন্ট প্রোগ্রামে যোগদান করেনি।

এ ধরনের কার্ডের সয়লাবের ফলে এই ডিসকাউন্ট প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারী দোকানদার ও অংশগ্রহণ না-কারী দোকানদারদের মাঝে শত্রুতা ও বদ্বিষে তৈরী হয়। যহেতু ডিসকাউন্টদাতা দোকানগুলোর পণ্য বিক্রি হয়ে যায়; আর যে দোকানদারেরা ডিসকাউন্ট প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেনি তাদের পণ্য বিক্রি হয় না। [ফাতাওয়াল লাজনাদ দায়মি (১০১৪)]

৬। ডিসকাউন্ট কার্ডের গ্রাহক কার্ডের যে ফসি পরিশোধ করে প্রকৃতপক্ষে এর কোন বনিমিয় নেই। সে যদি দোকানদারকে মূল্য কমাতে বলে হতে পারে সে কার্ডধারীদেরকে দেয়া প্রতিশ্রুত মূল্যছাড় পাবে কিংবা এর কাছাকাছি মূল্যছাড় পাবে। তখন সে যে অর্থটি কার্ডের মূল্য হিসেবে পরিশোধ করেছে এর কোন আর বনিমিয় থাকে না। এটাই হলো অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ ভক্ষণ। কুরআনের দলিলের ভিত্তিতে এটি নিষিদ্ধ: হে ঈমানদারেরা তোমরা তোমাদের সম্পদ নিজদের মধ্যে অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না।

রাবতো আলমে ইসলামীর অধিকৃত ‘ফকাহ একাডেমী’-র ১৮ তম অধিবেশনে এই কার্ডের মাধ্যমে লেনদেন করা হারাম হওয়ার



পক্ষসে সন্দিধান্ত হয়ছে। সন্দিধান্তরে ভাষ্য হলো: এ বিষয়ে উত্থাপতি গবষণাগুলো ও সগেলোর ওপর আলোচনা-পর্যালোচনা শুন্যর পর সন্দিধান্ত হলো: উল্লখেতি ডসিকাউন্ট কার্ড ইস্যু করা কথিবা ক্রয় করা নাজায়যে; যদি এককালীন মূল্য দিয়ে কথিবা বাৎসরিক মূল্য দিয়ে সগেলো কনিতহে হয়। যহেতু এতে ধোঁকা রয়ছে। কনেনা কার্ড ক্রয়কারী অর্থ পরিশোধ করে; অথচ সন্দিধান্তে না য়ে, এর বপিরীতে সন্দিধান্ত কী পাবে। তাই এক্ষেত্রে লোকসান হওয়া সন্নিশ্চিত। আর লাভ হওয়া সম্ভাবনাময়।

অনুরূপভাবে স্থায়ী কমটি থেকে এই ডসিকাউন্ট শ্রণীর কার্ড দিয়ে লনেদনে করা হারাম হওয়া মরম্ ফতোয়া ইস্যু হয়ছে। এবং শাইখ বনি বায ও শাইখ উছাইমীনও এই ফতোয়া দনে।

[দখেুন: ফাতাওয়াল লাজনাদ দায়মি (৬/১৪), ফাতাওয়া বনি বায (১৯/৫৮)]

আর ফরী কার্ডগুলো; যগেলো বনিমূল্যে ক্রতোক্রে প্রদান করা হয় সগেলো ব্যবহার করতে ও সগেলোর মাধ্যমে উপকৃত হতে কোন বাধা নাই। কনেনা কার্ডটি ফরী দিয়ে হলো সটে লনেদনেকে অনুদান শ্রণীর চুক্তিতে পরণিত করে। অনুদান শ্রণীর চুক্তিতে অস্পষ্টতা ক্ষমার্হ।

সারকথা হলো: ফরীতে পাওয়া কার্ড থেকে যদি ক্রতোক্রে কোন ডসিকাউন্ট না পায় তাহলেও তার কোন লোকসান নহে।

এই মরম্ ফকিহ একাডেমীর সন্দিধান্ত রয়ছে। তাতে আছে: যদি ডসিকাউন্ট কার্ডগুলো বনিমূল্যে ফরী ইস্যু করা হয়; তাহলে সগেলো ইস্যু করা ও গ্রহণ করা শরয়িতরে দৃষ্টিতে জায়যে। যহেতু তখন সটে অনুদানের কথিবা উপহারের প্রতশিরুতি শ্রণীয়।

আরও জানতে পড়ুন:

শাইখ বাকর আবু যায়দে লখিতি: بطاقة التخفيض حقيقتها التجارية وأحكامها الشرعية

এবং ড. খালদি আল-মুসলহি রচিত: الحوافز التجارية التسويقية وأحكامها في الفقه الإسلامي

আল্লাহই সর্ববজ্ঞঃ।